আজ ■ ১৯৯১ বাংলাদেশের সাহিত্যিক, 'প্রতিবাদী রোমান্টিক' কবি রুদ্র মহম্মদ শহীদুল্লাহ-র মৃত্যুদিন। অগণিত পাঠক যেমন তাঁর ছিল, তেমনই তিনি কবিতাপাঠের জন্যও জনপ্রিয় ছিলেন। 'বাতাসে লাশের গন্ধ', 'অভিমানের খেয়া' ও 'অবেলায় শঙ্খধ্বনি' তাঁর অন্যতম জনপ্রিয় কবিতা। গীতিকার হিসাবেও তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। 'আমার ভিতর বাহিরে' তাঁরই লেখা ও সুর, বাংলা গানের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।

বৃহস্পতিবার ২১ জুন ২০১৮

সুখপাঠ্য, দিবানিদ্রার জন্য অনুকূল নয়

ব ই মা তৃ ক

বাংলা উপন্যাসে উঠে আসা বাঙালি মধ্যবিত্তের চেনা জগতের চেনা সমস্যার দেখা মেলে না কুণাল বসুর এই উপন্যাসে। ইরাক যুদ্ধের প্রেক্ষিতে এই উপন্যাসটির নির্মাণে রয়েছে দুই বাঙালি নারীর কাহিনি। পরকীয়া প্রেমের মিঠে আখ্যান পাঠে মুগ্ধ বাঙালিকে সম্পূর্ণ এক অচেনা জগতে নিয়ে গিয়ে ফেলে 'তেজস্বিনী ও শবনম'।

অংশুমান কর

সম্প্রতি, বাংলা লেখায় ফিরে এসেছেন কুণাল বসু। ছাত্রাবস্থায় বিক্ষিপ্তভাবে বাংলায় কিছু কবিতা, প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তারপর আর সেভাবে বাংলা লেখেননি। তাঁর 'পরিচিতি' তৈরি হয়েছে মূলত পরিণত বয়সে লেখা তাঁর ইংরেজি উপন্যাসগুলোর কারণেই। বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর পাঠক। শ্রীবসু পেয়েছেন আন্তর্জাতিক পুরস্কারও। তাঁর মাপের একজন লেখক যখন বাংলায় উপন্যাস লিখতে শুরু করেন, তখন বাংলা সাহিত্যের পাঠকেরা যে একটু নড়েচড়ে বসবেন, তা তো খুবই স্বাভাবিক। কুণাল বসুর বাংলায় লেখা উপন্যাসগুলি নিয়েও ইতিমধ্যেই সে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। তাঁর প্রথম উপন্যাসটি একটি বড় পুরস্কারের জন্য শর্টলিস্টেডও হয়েছিল। 'তেজস্বিনী ও শবনম' কুণাল বসুর তৃতীয় উপন্যাস এবং তাঁর তিনটি উপন্যাসের মধ্যে— 'বিষয়' নির্বাচনের কারণেই— সবচেয়ে সাহসী।

একজন ভারতীয় প্রবাসী লেখক হিসাবে যে উপন্যাসগুলি ইংরেজি ভাষায় কুণাল বসু লিখেছেন, সেগুলি গড়পড়তা প্রবাসী ভারতীয় লেখকদের লেখা পরিচিত আখ্যানগুলোর থেকে আলাদা। একটি সাক্ষাৎকারে, এক দশকেরও বেশি আগে, কুণাল বসু এই লেখককে বলেছিলেন যে, প্রবাসী ভারতীয় লেখকরা সাধারণত যে-ধরনের গল্প লেখেন, যে-গল্পগুলিকে 'স্টোরিজ অফ অ্যাকালচারেশন' বলে দাগিয়ে দেওয়া যায়, তিনি ঠিক সেই ধরনের গল্প লিখতে চান না। লেখেনওনি। তাঁর প্রতিটি ইংরেজি উপন্যাসের পিছনে থেকেছে বিস্তর পড়াশোনা ও গবেষণা। 'তেজস্বিনী ও শবনম' সেই গোত্রেরই লেখা। সুখপাঠ্য, কিন্তু দিবানিদ্রার পক্ষে অনুকূল নয়। সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসে উঠে আসা বাঙালি মধ্যবিত্তের চেনা জগতের চেনা সমস্যার ছিটেফোঁটারও দেখা মেলে না এই উপন্যাসে। পরকীয়া প্রেমের মিঠে আখ্যান পাঠে মুগ্ধ বাঙালিকে সম্পূর্ণ এক অচেনা জগতে নিয়ে গিয়ে ফেলে কুণাল বসুর তৃতীয় বাংলা উপন্যাস।

যুদ্ধ এই উপন্যাসের কেবলমাত্র পটভূমি নয়, এই উপন্যাসের কেন্দ্র। যুদ্ধ নিয়ে হাতেগোনা মাত্র কয়েকটি বাংলা উপন্যাসই লেখা হয়েছে এ যাবৎকাল। সেই ক্ষীণ ধারাটিতে নতুন জলধারা প্রবাহিত করার চেষ্টা করেছে 'তেজস্বিনী ও শবনম'। যে যুদ্ধকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় এই উপন্যাস, সেই যুদ্ধ অবশ্য এমন এক যুদ্ধ, যে যুদ্ধে বাঙালির প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নেই। তবে যেহেতু বাংলা উপন্যাস, তাই বাঙালি এই যুদ্ধ থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত থাকে না।

২০০৯ সালে ইরাক যুদ্ধের প্রেক্ষিতে এই উপন্যাসটির নির্মাণ করেছেন কুণাল বসু, সাজিয়েছেন দুই বাঙালি নারীর কাহিনি। নিউ ইয়র্কের এক উদীয়মান রিপোর্টার তেজস্বিনী রায় ওরফে 'তেজো' আর আরবের বধ্যভূমির এক বেলিডান্সার শবনম— এই দু'জনকে নিয়েই তরতরিয়ে এগিয়ে যায় কাহিনি। তেজো আর শবনম দু'জনেই বাঙালি, দু'জনেই নারী, দু'জনেই এসে পৌঁছেছে ইরাকে। এই মিলগুলির বাইরেও অবশ্য ওদের আছে আরও এক গোপন আর গভীর মিল, যে মিলের কেন্দ্রে রয়েছে সুন্দরবনের 'কমলা হোম'। যেহেতু প্রায় থ্রিলারের মতো নির্মিত হয়েছে এই বইয়ের কাহিনি, তাই

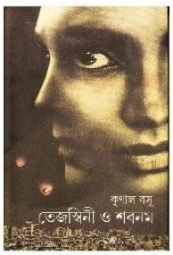

আন্তর্জাতিক সাংবাদিকতার অন্দরমহলকেও যেভাবে এঁকেছেন কুণাল, বাংলা উপন্যাসে সে কাজ আগে হয়নি। প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা, ডিপ্রেশন, দ্রুত খবরের কাছে পৌঁছনোর জন্য লড়াইকে ছাপিয়ে এই উপন্যাসে মুখ্য হয়ে ওঠে সাংবাদিকতার এথিকসের প্রশ্ন, প্যাশনের সঙ্গে প্রফেশনের লড়াই।

কাহিনির ওই অংশটুকুর ওপর আলো ফেলা হবে গর্হিত কাজ।

'তেজস্বিনী ও শবনম'-কে অবশ্য কেবলই দুই নারীর কাহিনি ভাবলে ভুল ভাবা হবে। ইরাক যুদ্ধকে নিয়ে লেখা এ এক ডকু নভেল। নিজেই একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে, এই উপন্যাস রচনার জন্য ফিল্ডওয়ার্ক করতে ইরাকে যেতে পারেননি কুণাল। একথা তো সত্যিই যে, ইরাকের ভিসা পাওয়া আজ হাতে চাঁদ পাওয়ার সমান। ফিল্ডওয়ার্কের অভাব কুণাল অবশ্য পুষিয়ে দিয়েছেন তাঁর গবেষণা আর অমিত কল্পনাশক্তি দিয়ে। নিজে স্বীকার না করলে পাঠকের পক্ষে এ-কথা বোঝা অসম্ভব যে, কুণাল এই উপন্যাস রচনার জন্য ইরাক যাননি। উপন্যাসের পাতার পর পাতা জুড়ে ফুটে উঠেছে ইরাকে আমেরিকান সৈন্যদের বীভৎস অত্যাচারের ছবি। দীর্ঘ যুদ্ধের ফলে কীভাবে ধ্বংস হয়েছে এক ঐশ্বর্যময়ী সভ্যতার উজ্জ্বল সম্পদ— এই উপন্যাস সেই সত্যকে পাঠকের সামনে তুলে ধরে। একদিকে আমেরিকান মেরিন আর অন্যদিকে জঙ্গিহানা— এই দুইয়ের মাঝে কীভাবে ধ্বস্ত হচ্ছে ইরাকের নিরীহ সাধারণ মানুষের জীবন— এই উপন্যাস সেই ইতিহাসেরও এক দলিল। একদিকে বেয়নেট আর অন্যদিকে গাড়িবোমা— এই দুইয়ের মাঝে আর্ত মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইকে বড় যত্নে আঁকার চেষ্টা করেছেন কুণাল। 'রক্তাক্ত চাদরে মোড়া মুণ্ডহীন ধড় তিনটে শুয়ে আছে মসজিদের দোরগোড়ায়, মনে হচ্ছে বলি দিয়ে ভেট দিয়েছে কেউ... আর কত শবদেহ দেখাবে ওরা? ইরাক মানেই বিশাল একটা ভাগাড়, এতদিনেও কি বোঝেনি টিভি-র দর্শক? সুইসাইড বোমা, ল্যান্ডমাইন, মর্টার, আরপিজি, মেশিন গান, গ্রেনেড, আমেরিকান বম্বিং— সবকিছুর নেট ফলাফল এই শব।' এইরকম বর্ণনায় শুধু ইরাক নয়, গোটা মিডল ইস্ট-কেই জ্যান্ত করে তুলেছে এই উপন্যাস। কুণালের বর্ণনায় সহজেই ধরা পড়েছে মরুঝড় 'হাবুব' আর আর্মড কার, যা কিনা একটা ছোটখাট ট্যাঙ্ক সেই 'ব্র্যাডলি' করে যুদ্ধে যাওয়ার কষ্টকর অভিজ্ঞতা।

আন্তর্জাতিক সাংবাদিকতার অন্দরমহলকেও যেভাবে এঁকেছেন কুণাল, বাংলা উপন্যাসে সে কাজ আগে হয়নি। প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা, ডিপ্রেশন, দ্রুত খবরের কাছে পৌঁছনোর জন্য লড়াইকে ছাপিয়ে এই উপন্যাসে অবশ্যম্ভাব্য হয়ে ওঠে সাংবাদিকতার এথিকসের প্রশ্নটি, প্যাশনের সঙ্গে প্রফেশনের লড়াই। প্রফেশনের কিছু চিরাচরিত নিয়মকানুনকে অগ্রাহ্য করে তেজো অবশ্য শোনে হৃদয়ের কথাই। ল্যান্ডমাইনে ঘায়েল সৈন্যদের রিপোর্ট পেশ করে এমনকী আর্মি ক্যাম্প থেকে বহিষ্কৃত হয়, জড়িয়ে পড়ে শবনমের সঙ্গে, নেয় দুঃসাহসী পদক্ষেপ। হিউম্যান ট্রাফিকিংয়ের এত জ্যান্ত বর্ণনাও আর কোনও বাংলা উপন্যাসে এভাবে এসেছে কি? চার্লি তেজোকে বলে, "চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হত না আজকের ঘটনা, মনে হবে হাজার খানেক বছর পিছিয়ে গেছি। হলের মাঝখানে গোল করে বসা ডজন দু'য়েক ছেলেমেয়ে ভয় পেয়ে কাঁদছিল, ঘেরাটোপ ডিঙিয়ে পালাতে চেষ্টা করছিল। মালিকরা ঘুরঘুর করছে খদ্দেরদের পেছন পেছন। কাজাখ বা উজবেক মেয়েরা অন্যদের চেয়ে ফর্সা, তুলনায় ছোটখাট থাই আর ভিয়েতনামি, বেশ কয়েকটি আফ্রিকান। পছন্দ হলে গরু-ঘোড়ার মতোই খদ্দেরদের সামনে হাঁটাহাঁটি, হাঁ করে দাঁতের পাটি দেখানো, কাপড় তুলে গায়ের রঙ পরখ, সবই চলছিল।"

'তেজস্বিনী ও শবনম' যে সাম্প্রতিক বাংলা আখ্যানের ধারায় একটি ব্যতিক্রমী সংযোজন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে পড়তে পড়তে সন্দেহ জাগে যে, বাঙালি পাঠক কি এইরকম একটি উপন্যাসকে সমাদর করতে এখনও প্রস্তুত? এর প্রবল আন্তর্জাতিকতা-ই বাংলায় এই গ্রন্থের সমাদরের অন্তরায় হবে না তো? সর্বত্র না হলেও কোথাও কোথাও বাক্যবিন্যাসেও বাংলা ভাষার স্বাভাবিক চলনটি অন্তর্হিত। ভাষার ওপর এই আক্রমণ, হয়তো, সচেতন। কিন্তু, বোদ্ধা বাঙালি পাঠকও এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত তো? তাই মনে হয় যে, বিষয় ও বিন্যাসের অভিনবত্বে এই উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে একটি বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম হিসেবেই চিহ্নিত থাকবে, না কি উন্মোচন করবে এক নতুন যাত্রাপথের— সেই প্রশ্নের উত্তর দেবে ভবিষ্যৎ।

তেজস্বিনী ও শবনম
কুণাল বসু দে'জ পাবলিশিং

লেখক বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির শিক্ষক
angshus@gmail.com

Copyright © 2016 Pratidin Prakasani Pvt Ltd. All rights reserved | Made in GLOBOPEX (http://www.globopex.com)